www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস

বিবরণ 2016

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস কী?

ইহা কী ধরনের রোগ?

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস বিরল রোগ যেটা মাংসপেশী এবং চামড়াকে আক্রান্ত করে। ১৬ বছর বয়সের আগে শুরু হলে এটিকে জুভনোইল বলা হয়।

ধারনা করা হয় জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস অটো ইমিউন রোগের পর্যায়ে পড়ে। সাধারনত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রমন প্রতিরোধে আমাদের সাহায্য করে। অটো ইমিউন রোগের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল হয় সাধারন কোষের উপর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার এই ক্রিয়াশীলতা প্রদাহ সৃষ্টি করে যার ফলে কোষ ফুলে যায় এবং ক্ষতগ্রিস্থ হয়।

জেডেএিম এর ক্ষেত্রে চামড়া এবং মাংসপেশীর ক্ষুদ্র রক্তনালী গুলো আক্রান্ত হয়। এর ফলে মাংশপেশী দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যাথার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে শরীর, কোমড়, ঘাড় ও গলার মাংশ পেশীতে এটা হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ রোগীর চামড়ায় র‍্যাশ থাকে। এই র‍্যাশগুলো থাকে শরীরের বিভিন্ন অংশে, মুখমন্ডল, চোখের পাতা, আঙ্গুলের গিরা, হাটু এবং কনুইতে। চামড়ার র‍্যাশ এবং মাংসপেশীর দুর্বলতা একই সাথে নাও থাকতে পারে। র‍্যাশগুলো পরে বা আগে হতে পারে। বিরল কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য অঙ্গের ক্ষুদ্র রক্তনালীগুলো আক্রান্ত হতে পারে।

শিশু কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্ক সবারই ডার্মাটোমায়োসাইটিস হতে পারে। বয়স্ক এবং জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস এর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ৩০% বয়স্ক ডার্মাটোমায়োসাইটিস ক্যান্সারের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু জেডেএিমের সাথে ক্যান্সারের কোন সম্পর্ক নেই।

ইহা কেমন প্রচলিত।

জেডেএিম বাচ্চাদের একটি বিরল রোগ। প্রতি ১০ লক্ষে প্রায় ৪ জন বাচ্চার প্রতি বছর এটা হতে পারে। ছেলেদের চাইতে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বেশী হয়। এটা শুরু হয় ৪ থেকে ১০ বছরের মধ্যে, তবে যে কোন বয়সে বাচ্চার জেডেএিম হতে পারে। বিশ্বের সব জায়গায় এবং সব জাতিগোষ্ঠীর বাচ্চাদের জেডেএিম হতে পারে।

এই রোগের কারনগুলো কী এবং এটা কি বংশগত? আমার বাচ্চার এই রোগটা কেন হয়েছে এবং এটা কি প্রতিরোধ করা যায়?

ডার্মাটোমায়োসাইটিস এর প্রতিকার জানা যায়নি। জেডেএিম এর কারন খুজতে আন্তর্জাতিকভাবে অনেক গবেষণা

হচ্ছে।
জডেএিম কে অটো ইমডিন রো গ বলা হচ্ছে এবং এটা অনকে কারনে হয়।এর মধ্যে বংশগত এবং পরবিশেরে প্রভাবক যমেন অতি বগেুনী রশ্মি এবং সংক্রমন উল্লখেযো গ্য। গবষেণায় দখো গছে কছিু জীবানু (ব্যাকটরেয়িা এবং ভাইরাস) ইমডিন সসি্টমেকে অস্বাভাবকিভাবে প্রভাবতি করে। বাচ্চার জডেএিম হয়ছে এরূপ কছিু পরবিার অন্যান্য অটো ইমডিন রো গে ভো গে, যমেন-ডায়াবটেসি অথবা গটেবোত। যাহো ক পরবিাররে দ্বতিীয় সদস্যরে জডেএিম হওয়ার ঝুঁকি বশেী নয়।
বর্তমানে জডেএিমকে প্রতরিো ধরে কো ন উপায় নইে। তার চয়েওে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি আপনার শশিুকে জডেএিম হওয়া থকেে রক্ষা করতে পারনে না।

এটি কি সংক্রামক?
জডেএিম সংক্রামকও নয়, ছোঁয়াচওে নয়।

কো নগুলো প্রধান লক্ষন
জডেএিম আক্রান্ত সবার বভিন্নি লক্ষণ থাকে। বশেীর ভাগ শশিুর থাকে

[illegible] ([illegible])
শশিুরা প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে যায়। তারা খুব সামান্যই ব্যায়াম করতে পারে এবং দনৈন্দনি কাজগুলো তাদরে জন্যে কঠনি হয়ে যায়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
শরীররে মাংসপশেীগুলো প্রায়ই আক্রান্ত হয়। এর পাশাপাশি পটে, পঠি এবং ঘাড়ওে। প্রকৃতপক্ষে শশিুরা অধকি দূরত্বে হাঁটতে বা খলেতে চায় না। ছো ট শশিুরা বশেী সময় কো লইে ঘুরতে চায়। যখন জডেএিম খারাপ হতে থাকে সড়ি বয়েে ওঠা বা বছিানা থকেে ওঠা একটা সমস্যা হয়ে দাড়ায়। কছিু শশিুর মাংসপশেী সরু ও ছো ট হয়ে যায় (বলা হয় সংকো চন)। এর ফলে আক্রান্ত হতে বা পা পুরো পুরি সো জা হয় না, কনুই ও হাঁটু বাকানো থকেে যায়। এর ফলে হাত বা পায়রে নড়াচড়া প্রভাবতি হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
জডেএিম এ বড় এবং ছো ট উভয় গড়িাতইে প্রদাহ হতে পার। এই প্রদাহরে কারনে গড়িা ফুলে যায়, ব্যাথা হয় এবং গড়িার নড়াচড়া কঠনি হয়ে যায়। চকিৎিসায় এই প্রদাহ ভাল হয় এবং গড়িা নষ্ট হয় না।

[illegible] [illegible]
জডেএিমরে র্যাশগুলো মুখমন্ডলে দখো যায় এবং চো খরে চারপাশ ফুলে যায়। চো খরে পাতাগুলো বগেুনী গো লাপী রং ধারন কর। (হলেওি ট্রপ র্যাশ) গাল দুটো ও লাল হয়ে যায় (মালার র্যাশ) এবং শরীররে অন্যান্য অংশ (আঙ্গুলরে গড়িা, হাঁটু, কনুই) ও যখোনে চামড়া মো টা তাও লাল হয়ে যায় (গট্রন প্যাপুল) মাংসপশেীর ব্যাথা ও দুর্বলতার অনকে আগইে চামড়ার র্যাশ হয়। কখনো কখনো বাচ্চার নখে এবং চো খরে পাতায় স্ফীত রক্তনালী ডাক্তার দখেতে পায়। কছিু জডেএিম র্যাশ রো দে করয়িাশীল আবার কছিু ক্ষত সৃষ্টি কর।

??????????????

চামড়ার নীচে শক্ত গোটা যেটাতে ক্যালসিয়াম থাকে তা এই রোগে পাওয়া যায়। একে ক্যালসিনোসিস বলে। কখনো এটা রোগের শুরুতেই পাওয়া যায়। গোটার উপর ক্ষত সৃষ্টি হয় যা থেকে দুধের মত তরল ক্যালসিয়াম বেড়িয়ে আসে। এটা হলে এর চিকিৎসা করা কঠিন।

????? ???????

কিছু শিশুর নাড়ীতে সমস্যা হয়। এর মধ্যে আছে পেটে ব্যাথা বা শক্ত পায়খানা। কখনো পেটের সমস্যা মারাত্মক হয় যদি নাড়ীর রক্তনালী আক্রান্ত হয়।

???????? ??????????

মাংসপেশীর ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারনে শ্বাসের সমস্যা হতে পারে। এর কারনে শিশুর কন্ঠ পরিবর্তন এমনকি খাবার গিলতেও সমস্যা হয়। কখনো কখনো ফুসফুসের প্রদাহ হয় যার ফলে শ্বাস কষ্ট হয়।
মারাত্মক ক্ষেত্রে হাঁড়ের সঙ্গে সংযুক্ত সব মাংসপেশী আক্রান্ত হতে পারে যার ফলে শ্বাসকষ্ট খাবার গিলতে বা কথা বলতে সমস্যা হয়। এর ফলে কন্ঠ পরিবর্তন, খেতে বা খাবার গিলতে সমস্যা শ্বসকষ্ট এগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ।

সব শিশুর ক্ষেত্রে এই রোগটি কি একই ?
রোগটির তীব্রতা এককে শিশুর জন্যে এককেরকম। কিছু শিশুর শুধু চামড়া আক্রান্ত হয় কিন্তু কোন মাংসপেশীর দুর্বলতা থাকে না কিংবা পরীক্ষা করে মাংসপেশীর দুর্বলতা সামান্যই পাওয়া যায়। অন্য শিশুদের শরীরের বিভিন্ন অংশে যেমন চামড়া, মাংসপেশী, গিরা, ফুসফুস ও নাড়ী আক্রান্ত হয়।